ce®vi Av‡jv

cÖkbyq, wmBcAvic cÖi

২৪ সংস্করণ, ৩০ জুন ২০২০, কভিড -১৯ জরুরি প্রস্তুতি এবং মোকাবেলা সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে রোহিঙ্গা এবং হোস্ট কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রোগ্রাম, কক্সবাজার জেলা,উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার।

কোস্ট ট্রাস্ট কক্সবাজার জেলায় রোহিঙ্গা এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে (১৩ মে, ২০২০-১২ নভেম্বর, ২০২০) কভিড -১৯ জরুরি প্রস্তুতি এবং মোকাবেলা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি শিশু সুরক্ষা ও জেন্ডার বেইস ভায়োলেন্স (জিবিভি) হ্রাসের লক্ষ্যে কিশোর- কিশোরী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মনোসামাজিক সেবা, কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে শিশু, তাদের পিতা-মাতা এবং সম্পদায়ের সদস্যরা কভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনত হবেন, এছাড়া রেফারেল পরিসেবা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবেন।

কোভিড -১৯: ইউনিসেফ-এর অর্থায়নে জরুরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে কোস্ট ট্রাস্ট

কোভিড -১৯ বাংলাদেশে দ্রুততার সাথে ছড়ানোর ফলে সংকটপূর্ণ অবস্থা তৈরী হয়েছে । বিশেষ করে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠি ঘনবসতি এলাকায় বসবাস করায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। এই সংকটকালে, কোস্ট ট্রাস্ট ইউনিসেফের সহযোগিতায় স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কোস্ট ট্রাস্ট -এর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের জন্য কেইস মানেজমেন্ট, মনোসামাজিক সেবা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম সহ অভিভাবক ও সমাজের লোকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে জানবে মোট ২৪,৫৯৫ জন সুবিধাভোগী, এদের ভিতর মনোসামাজিক সেবা গ্রহণ করবে ৩২,০০ জন এবং কেইস ম্যানেজসেন্ট সেবা গ্রহণ করবে ৩৫০ জন কিশোর-কিশোরী। এসকল কার্যক্রমের ফলে সুবিধাভোগী মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

মানসিক ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে মনোসামাজিক সেবা

মনোসামাজিক সেবা প্রদান করছেন একজন পিএসএস ওয়ার্কার, ছবি: মিজান, সিও,ক্যাম্প-২০

করোনা মহামারী কিশোর-কিশোরী, তাদের পিতা-মাতা এবং সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ভয়, উদ্বেগ এবং সংকট সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কেননা তাদের এমপিসি বন্ধ থাকায় বিনোদনের সুযোগ খুবই সীমিত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে, কোস্ট স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের ঘরে গিয়ে হোম ভিজিট এবং পিএসএস সেশন গ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এযাবৎ মনোসামাজিক সেবা পেয়েছে ৫৮০ জন কিশোর- কিশোরী, এরফলে কিছুটা হলেও তাদের ভয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হ্রাস পেয়েছে। এখন তারা ইতিবাচক ও শিশু বান্ধব পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করছে।

সচেতনতামূলক তথ্য প্রচারে সর্ক্রিয় সিবিসিপিসি সদস্যরা

রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি অনুশীলন করাচ্ছেন একজন সিবিসিপিসি সদস্য মোঃ জামাল হোসেন, ক্যাম্প -৮ই, ছবি-হাফিজুল

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো ঘনবসতিপূণ হওয়ায় এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কিত নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ায় এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাই সিবিসিপিসি সদস্যরা তাদের সমাজে মধ্যে সক্রিয়ভাবে এই ঝুঁকি রোধে কাজ করছে এবং সচেতনতামূলক তথ্য প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। পাশাপাশি কোস্ট শিশু সুরক্ষার কর্মীরা কিশোর-কিশোরী এবং সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ক্রমাগতভাবে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে, ৩০৭৮ জন কিশোর-কিশোরী ও তাদের পিতামাতা এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কভিড-১৯ এবং শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। যাতে নিজেরাই তাদের ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং করনীয় সম্পর্কে জানতে পারে।

ceÖKvi Av‡jv

cÖKvkbvq, wmBwcAviwc cÖKí

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে জরুরি মুহূর্তে কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা

কিশোরীর নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করছেন প্রকল্পের একজন কেইস ওয়ার্কার, ছবি: তোফায়েল, কেইস ভলান্টিয়ার, ক্যাম্প-৮ই

সংকটকালীন মুহূর্তে কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই মহামারির ফলে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। যার ফলে ক্যাম্পে কিশোর- কিশোরী এবং নারীরা সবচেয়ে বেশি ঝুকি এবং অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এজন্য কোস্ট কেইস ম্যানেজমেন্ট কর্মীরা দৃঢ়তার সাথে মনিটরিং এবং ফলোআপের মাধ্যেমে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করছে। ইতিমধ্যে এই সেবার আওতায়, ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুরক্ষিত নয় এমন ৫৪ জন কিশোর- কিশোরী কে ফলোআপ এবং রেফারসহ নানা বিধ সেবা প্রদান করেছে।

কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কভিড-১৯ প্রশিক্ষণে মাস্ক পড়া শেখাচ্ছেন সামিরা পারভীন, কমিউনিটি আউটরীচ ওয়ার্কার এবং মোঃ গিয়াস এলএসবি ফ্যাসিলিটেটর, ক্যাম্প -২২, ছবি- মোঃ মোবিনুল ইসলাম, মাঠ সমন্বয়কারী

করোনা প্রার্দুভাবের এই সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ৭৫ জন ভলেন্টিয়ার/ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে, যারা প্রাথমিক সাড়াদান কর্মী হিসেবে কাজ করবে। যাতে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজেই সেবা পৌঁছেছে দিতে পারে। আর এই সেবা কে গতিশীল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধে করণীয় এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে ৩০ জন তরুন এবং ৪৫ জন তরুণী অংশগ্রহণ করেছে। যারা প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান এবং ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণে সহায়তা করবে।

মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিলো রোকেয়া বিবি

রোকেয়া বিবি আঠারো বছর বয়সী একজন কিশোরী, রোহিঙ্গা সংকটকালীন সময়ে বাংলাদেশে আসেন। তার পড়ালেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্বেও পড়ালেখার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেনি। মায়ানমার থাকা-কালীন সময়ে তার বাল্যবিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তার পারিবারিক জীবনে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশে এসে দুভার্গ্যবসত তার স্বামী এবং নবজাতক শিশু সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তখন সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে সে কোস্ট ট্রাস্টের মাল্টিপারপাস সেন্টার থেকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সেবা এবং কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা লাভ করেন। বর্তমানে সে এই করোনা কালীন সময়ে কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের একজন কেইস ম্যানেজমেন্ট স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে তাদের সমাজে কাজ করছেন।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন, মোঃ তাজুল ইসলাম,
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সিইপিআরপি, কোস্ট ট্রাস্ট।
মোবাইলঃ ০১৭৬২-৬২৪৮১৫
ইমেইলঃ tajulislam.coast@gmail.com